মুবাহালাহ'র
মহাপ্লাবন
الله
رسول
محمد
ALHAYAT MEDIA CENTER
দাবিক-২ হতে সংকলিত

মুবাহালাহ'র মহাপ্লাবণ

সকল প্রশংসা আল্লাহ (রাব্বুল 'আলামীন)-এর এবং সালাত ও সালাম আল্লাহ'র রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবা'দের প্রতি।

জুমাদাল উলা ১৪৩৫ হিজরি (মার্চ'২০১৪) মাসে, শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল-'আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ) তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা "লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাজিবীন" (মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক)-এ, জাওলানী ফ্রন্টের নেতৃত্বকে মুবাহালাহ (কপটতাপূর্ণ দলের প্রতি আল্লাহ'র লা'নত কামনা করে দু'আ করা)-এর দিকে আহ্বান করেন; আবু আব্দিল্লাহ আশ-শামী যিনি জাওলানী ফ্রন্টের "শার'ঈ" নেতৃত্বের একজন সদস্য, তার এক দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দাওলাতুল ইসলাম'কে আসল খাওয়ারিজ'দের চাইতেও চরমপন্থী বলে ঘোষনা দেওয়ার প্রেক্ষিতে, তিনি (শায়খ 'আদনানী) এই আহ্বান করেন। আশ-শামী এই আহ্বানে সাড়া দেন এবং তিনি তা করেন জাওলানী ফ্রন্টের নেতৃত্বের পক্ষ থেকেই।

(শায়খ 'আদনানী) তাঁর বক্তব্যে আশ-শামী কর্তৃক ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে আনিত কতিপয় অভিযোগের উল্লেখ করেন এবং তা সম্পূর্ণরুপে বানোয়াট ঘোষনা দিয়ে বলেন, "হে আল্লাহ, (আমাদের মধ্যে) যে-ই মিথ্যা বলুক, তার উপর আপনি লা'নত বর্ষন করুন, আমাদের কাছে তার ব্যাপারে দলিল প্রকাশ করে দিন এবং তাকে আমাদের জন্য নজীর হিসেবে উপস্থাপন করুন।" তিনি আরও বলেন, " হে আল্লাহ, যে কেউ-ই জিহাদের ও মুজাহিদীন'দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, সেই ষড়যন্ত্র তার উপরই ফিরিয়ে দিন, তার গোপনীয়তা ফাঁস করে দিন, তার নিয়্যাত উন্মোচিত করে দিন, আর যারা এই বিষয়ে ওয়াকেফহাল তাদের জন্য তাকে উদাহরণ বানিয়ে দিন; হে আল্লাহ, তার উপর রোগ-ব্যাধি আর বালা-মুসীবাত চাপিয়ে দিন!" এই দ্বিতীয় দু'আটি করেছিলেন আবু মুস'আব আয-যারক্বাউয়ি (রাহীমাহুল্লাহ) হিযবুল ইসলাম ("ইখওয়ানুল মুসলিমীনের" ইরাকি শাখা, যার নেতৃত্বে ছিলো তারিক্ব আল-হাশিমী)-এর সাথে গোপনে সংশ্লিষ্ট অথবা ষড়যন্ত্রেরত দলগুলোর বিরুদ্ধে, "ফাসায়াকফিকা-হুমুল্লাহ" (আল্লাহ'ই তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন) শিরোনামে।

পরবর্তীতে জুমাদা আল-আখিরাহ ১৪৩৫ হিজরি (এপ্রিল ২০১৪) মাসে, শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল-'আদনানী তাঁর "মা কানা হাজা মানহাজুনা ওয়া লান ইয়াকুন" (এটা কখনও আমাদের মানহাজ ছিল না, না কখনও হবে) শিরোনামের বক্তব্যে আবারও দৃঢ়তার সাথে মুবাহালাহ'র ঘোষনা দিয়ে বলেন, "হে আল্লাহ, যদি এটা খাওয়ারিজ'দের রাষ্ট্র হয়, তাহলে আপনি একে ধ্বংস করে দিন, এর নেতৃত্বকে হত্যা করুন, এর পতাকা ভূলুণ্ঠিত করুন এবং এর সৈন্যদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। হে আল্লাহ, যদি এই রাষ্ট্র (দাওলাতুল ইসলাম), ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে থাকে তথা আপনার কিতাব আর আপনার রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ দ্বারা শাসন করে এবং আপনার শত্রুদের সাথে জিহাদ করে, তাহলে একে দৃঢ় করুন, আরও শক্তিশালী করুন, সাহায্য করুন, এই ভূমির উপর এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন এবং একে নবুয়্যাতের আদলে খিলাফতে পরিনত করুন। তিনি আরও বলেন, "হে আল্লাহ, যারা মুজাহিদীন'দের সারীকে বিভক্ত করে, তাদের বক্তব্যকে খন্ডিত করে, কুফফার'দের আনন্দিত করে, বিশ্বাসীদের রাগান্বিত করে এবং জিহাদকে বহু বছর পিছনে নিয়ে যায়- তাদের সাথে আপনি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করুন।"

শায়খ আবু মুহাম্মদ আল আদনানী

মুবাহালাহ সম্পর্কে আলোচনা

দ্বিতীয় ভাগ

আলহামদুলিল্লাহ, মুবাহালাহ'র বৈধতার উপর বিশ্বাসের ব্যাপারে মুজাহিদীনেরাই সবসময় সবচাইতে দৃঢ় ছিলেন, শায়খ আব্দুল কারিম আল-হুমাইদ (আল্লাহ তাকে দৃঢ় রাখুন এবং কুফফারের বন্দিশালা থেকে মুক্ত করুন) "আল মাশায়েখ আল জুদুদ ওয়া দাওয়াতুহুম ইলাল মুবাহালাহ" (নতুন মাশায়েখ এবং তাদের মুবাহালাহ'র দিকে আহ্বান) নামক একটি অতি চমৎকার গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখেছেন, যেখানে তিনি এই ব্যাপারে দলিল সমূহ পেশ করেছেন এবং তথাকথিত "বুজুর্গ শায়খ'গণের কমিটি" এবং সালমান আল-আওয়াদ এবং নাসির আল-উমার'কে মুবাহালাহ'র দিকে আহ্বান করেন; তারপর তারা মুজাহিদ'গণকে "খাওয়ারিজ" আখ্যা দেয় এবং ফিলিস্তিনি'দের হামাস'কে ভোট দেয়ার মাধ্যমে শিরকি ধর্ম গনতন্ত্রে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করে । নিম্নে বর্ণিত আলোচনাটি প্রধানত ঐ গবেষণা গ্রন্থ হতে নেওয়াঃ

মুবাহালাহ'র বৈধতার প্রধান দলিল হচ্ছে ক্বুর'আনের কতিপয় আয়াত সমূহ: {"নিঃসন্দেহে আল্লাহ'র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। যা তোমার পালকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না। অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল- এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।"} [আল-ইমরান:৫৯-৬১]

উপরোক্ত আয়াত সমূহ নাজিল হয় যখন নাজরান থেকে নাসারা খ্রিস্টান'দের একটি প্রতিনিধি দল নবী করিম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আসে এবং ইসলামের ব্যাপারে তাঁর সাথে বিতর্ক করে। যখন মুবাহালাহ'র প্রস্তাব দেয়া হয় তখন তারা পিছুটান দেয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরও বলেন, {বলুন, যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, দয়াময় আল্লাহ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন; এমনকি অবশেষে তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক অথবা কেয়ামতই হোক। সুতরাং তখন তারা জানতে পারবে কে মর্তবায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দূর্বল।} [মরিয়ম:৭৫]

ইবন কাসির (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "আল্লাহ তায়ালা বলেন, (বল), হে মুহাম্মাদ, ঐসব মুশরিক'দের যারা তাদের রবের সাথে অন্যদের শরিক করে, যারা দাবি করে যে তারা সত্যের উপর আছে এবং আপনি আছেন বাতিলের উপর।"

{ যারা পথভ্রষ্টতায় আছে }, যার মানে আমাদের এবং তোমাদের মধ্য থেকে। { দয়াময় আল্লাহ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন }, যার মানে আল্লাহ তাকে অবকাশ দেন যতক্ষন তা সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করে অথবা তার সময় অতিক্রান্ত হয়। { তা আযাব হোক } যা তাকে আক্রান্ত করে {অথবা কেয়ামতই হোক} যা সহসা তার সামনে চলে আসে। { কে মর্তবায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দূর্বল}, যার মানে তারা তাদের যে অবস্থান আর শক্তিসামর্থ্যের কথা দাবি করতো সে অনুসারে।

"মুজাহিদ তাঁর তাফসীরে বলেন: { দয়াময় আল্লাহ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন }, 'আল্লাহ তাকে জালেম অবস্থায় ছেড়ে দেন।' আবু জা'ফার ইবন জারির আত-তাবারী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) ও একই মত প্রকাশ করেন।"

"এটা হচ্ছে মুশরিক'দের জন্য মুবাহালাহ, কারণ তারা তাদের ধর্মের ব্যাপারে দাবি করে যে তারা সঠিক পথে আছে, ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'য়ালা ইহুদী'দের প্রতিও মুবাহালাহ প্রকাশ করেছেন তাঁর কালামে, { বলুন হে ইহুদী'গণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু- অন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। } [আল-জুম'আ:৬] ; যার মানে মৃত্যুর জন্য প্রার্থণা কর, যেন তা তোমাদের অথবা আমাদের মধ্যে যে-ই বাতিলের উপর আছে, তার উপর পতিত হয়; যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে এ দু'আ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু তারা এই আহ্বান থেকে পলায়ন করে।" [তাফসীর ইবন কাসির]

ইবন আব্বাস, ইবন মাস'উদ, আশ-শা'বী,

আল-আওজাই, ইবন তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবন হাজর, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল-ওয়াহ্হাব এবং সিদ্দিক হাসান খান, সবাই তাদের বিরোধিতাকারীদের প্রতি মুবাহালাহ'র আহ্বান করেন- তাদের মধ্যে কেউ কেউ "ফুরু" (ফিক্বহি এমন সব বিষয়, যেখানে মতানৈক্যের সুযোগ আছে) বিষয়ের উপরও মুবাহালাহ'র আহ্বান করতেন। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "যদি কোন বাহাস এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে আর তর্ক করে কোন লাভ নেই তখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা আদেশ করেছেন তার দিকে – (অর্থাৎ) মুবাহালাহ'র প্রতি ফিরে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায় " [মুখতাছার আস-সাওয়ায়িক্ব আল-মুরসালাহ]।

নাজরান থেকে আসা খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলের ব্যাপারে মন্তব্য করে ইবনুল কাইয়্যিম আরও বলেন, "[এই ঘটনা থেকে আপনারা শিক্ষা গ্রহণ করুন যে] যখন বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত লোকদের সাথে বাহাস করা হয় এবং আল্লাহ'র দলিল পেশ করা হয়, তদুপরি যদি তারা তাদের মুখ ফিরিয়ে রাখে এবং তাদের একগুঁয়ে অবস্থান নিয়ে জিদ করতে থাকে, তখন সুন্নাহ হলো তাদেরকে মুবাহালাহ'র দিকে আহ্বান করা । আল্লাহ তা'য়ালা তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আদেশ দিয়েছিলেন এমনটা করতে এবং তিনি বলেননি যে, 'আপনার পর আপনার যে উম্মাহ আসবে তাদের উপর তা কার্যকর নয়। তাঁর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-ও কিছু লোকদের মুবাহালাহ'র দিকে আহ্বান করেন যখন তারা কিছু "ফুরু"র বিষয় নিয়ে তাঁর সমালোচনা করেছিল, এবং সাহাবা'দের মধ্যে কেউ এই মুবাহালাহ'র জন্য তাঁর সমালোচনা করেননি। আল-আউজাই সুফিয়ান আস-সাউরি'কে হাত তোলার ব্যাপারে মুবাহালাহ'র আহ্বান করেন এবং কেউ এই ব্যাপারে তাঁর সমালোচনা করেননি। অতঃপর মুবাহালাহ দলিল দ্বারা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত ।'" [জাদ আল-মা'আদ]

মুবাহালাহ'র জন্য নির্দিষ্ট কোন বাক্য নেই। উদাহরণস্বরূপ, ইবন হাজর বিপথগামী ইবন আরাবী'র পক্ষের এক বক্তাকে মুবাহালাহ'র দিকে আহ্বান করেন। তিনি তাকে বলতে বলেন, "হে আল্লাহ, যদি ইবন আরাবী বিপথে থাকে, তাহলে আমাকে আপনার লা'নত দ্বারা লা'নতপ্রাপ্ত করুন।" ইবন হাজর তাঁর নিজের বেলায় বলেন, "হে আল্লাহ, যদি ইবন আরাবী সঠিক পথে থাকে তাহলে আমাকে আপনার লা'নত দ্বারা লা'নতপ্রাপ্ত করুন।" দুই মাস পর, ঐ বিপথগমীলোক অন্ধত্ব বরণ করে এবং তারপর মারা যায়। এই ঘটনা আস-সাখাউয়ি, ইবন হাজর এর ছাত্র তাঁর "আল-ক্বাউল আল মুবনি" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন।

উলামা'গণের মতে এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা অনুসারে মুবাহালাহ'র ফল বাস্তবায়িত হয় মুবাহালাহ করার দিন থেকে এক বছরের মধ্যে। মুবাহালাহ বাস্তবায়নের হতে পারে অপমানজনক মৃত্যু (যার মধ্যে সম্মানজনক শাহাদাতের মৃত্যু নেই), রোগ, প্রস্থান অথবা দারিদ্রের দ্বারা। যখন তা কোন দুই দলের মধ্যে হয় তখন দুই দলের এক দলের বিজয় এবং অপর দলের পরাজয় সুনিশ্চিত ভাবে হবেই; এবং এই ফলাফলই প্রকাশ করে দিবে কোন দল প্রতারক, দুটি দলের যে কোন একটির কোন সদস্যের ব্যক্তিগত পর্যায়ে অসম্মানজনক মৃত্যু তার দলের মুবাহালা'র পরিণতির পরিচায়ক নয়। অতঃপর এর চাইতে আর কি পরিষ্কার হতে পারে যে, যখন প্রতারক দলটি প্রতিপক্ষকে সমূলে উৎখাতের হুমকি দেয় তাদের তথাকথিত "প্রাচ্যের সিংহ"-দের দ্বারা?(!)

হুজাইফা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন যখন নাজরানের প্রধানরা আস-সায়্যিদ ও আল-আক্বিব, রাসূল(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আসে মুবাহালাহ'র জন্য, তখন তারা একে অপরকে বলতে থাকে, "এতে অংশগ্রহণ করো না, কারণ আল্লাহ'র শপথ, যদি সে আসলে নবী হয়ে থাকে এবং আমাদের অভিসম্পাত করে, তাহলে আমরা আর কোনদিন উন্নতি করতে পারবো না; না আমরা, না আমাদের উত্তরসূরিরা।" [সহীহ আল-বুখারী]

ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন, "ইহুদী'রা যদি তাদের মৃত্যু কামনা করতো তাহলে তারা মারাই যেত এবং জাহান্নামে তাদের জায়গা দেখেই ফেলতো। এবং যারা আল্লাহ'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মুবাহালাহ'র দিকে আহ্বান করেছিল, যদি তা তারা করতো তাহলে ঘরে ফিরে তাদের কেউ তাদের সম্পত্তি বা পরিবার কিছুই পেত না।"

ইলাবা আল-ইয়াশকুরী, তাবি'ই এবং মুফাসসির ইকরিমাহ-এর একজন ছাত্র, বর্ণনা করেন যে, যখন আল্লাহ'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদী'দের মুবাহালাহ'র জন্য আহ্বান করেন, তখন ইহুদী'দের মধ্য থেকে এক যুবক বলল, "সতর্ক হও! তোমরা কি মনে রাখনি যে তোমাদের ভাইদের বানর আর শুকর বানিয়ে দেয়া হয়েছিল? একে ওপরের প্রতি অভিশাপের প্রার্থনা করো না।" অতঃপর তারা মুবাহালাহ করা থেকে বিরত থাকলো। [তাফসীর আত-তাবারী]

মুবাহালাহ ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাব (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন)- এর দাওয়াতের একটা অংশ ছিল। তিনি বলেন, "আমি আহ্বান করি তাদের প্রতি যারা আমার সাথে তিনটি বিষয়ের (যে কোন) একটিতেও বিরোধিতা করে; হয় তা আল্লাহ'র কিতাব, আল্লাহ'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর সুন্নাহ অথবা উলামা'দের ইজমা। যদি সে একগুঁয়ে হয় এবং আমার দাওয়াতের ব্যাপারে জেদাজেদি করে, আমি তাকে মুবাহালাহ'র দিকে আহ্বান করি।" [আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ]

মুজাহীদিন’দের পরিপূর্ণ আক্বিদাহ

তৃতীয় ভাগ

উপরোক্ত আলোচনার পর, এটা মনে রাখা উচিত যে, মুজাহীদিনেরা হচ্ছেন সবচেয়ে সঠিক আক্বিদাহ’র লোক, বিশেষ করে আল্লাহ’র নাম, সিফাত আর কর্মের ব্যাপারে। কারণ তাদের আক্বিদাহ হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ’র আক্বিদাহ, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে - আল্লাহর কর্ম বস্তুত পক্ষেই আদল, হিকমাহ, ক্ষমাশীলতা এবং অনুগ্রহের দ্বারা গুণান্বিত, তাঁরা আশা’য়রাহ-দের মতো নয় যারা বিশ্বাস করে হিকমাহ আল্লাহর কর্মকে “সীমাবদ্ধ” করে দেয়, তাই তারা হিকমাহ’কে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ’র সিফাত মনে করে না, ক্ষমাশীলতার ক্ষেত্রেও তাই, যা তারা বিকৃত করে বলে তা নিছক মাত্র সৃষ্টির প্রতি “ভালো করার ইচ্ছা”। মুতাকাল্লিমীন’দের মধ্যে কেউ কেউ এমনও বিশ্বাস করে যে এমনও হতে পারে আল্লাহ কোন মিথ্যা নবুয়্যাত দাবিদারের হাতে নবুয়্যতি মু’যিজাহ ঘটাতে পারেন এবং তার মিথ্যাবাদীতার একমাত্র প্রমাণ হবে যদি অন্য কেউ তার মতোই মু’যিজাহ দেখাতে পারে অর্থাৎ মিথ্যুকের বিপরীতে[১]। মু’তাজিলা’দের মধ্য থেকে অন্যান্য মুতাকাল্লিমীনেরা কারামাতুল-আউলিয়ার[২] বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, এবং সম্ভবত জাওলানী ফ্রন্ট এবং তাদের সাথীরা এই আক্বিদাহ গ্রহণ করেছে, অতিরঞ্জিত করেছে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর ওফাতের পর যে কোন মুবাহালাহ-এর বাস্তবায়নকে অস্বীকার করা পর্যন্ত তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিপূর্ণ আহলুস সুন্নাহ’র আক্বিদাহ’র সাথে মুজাহীদিন’দের আরও রয়েছে আল্লাহ’র ব্যাপারে হুসনুদ-দান (সুধারণা)। আল্লাহ তা’য়ালা হাদিসে কুদসিতে বলেন, “আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ীই আছি (অর্থাৎ যে আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা রাখে, আমিও তার সাথে সেরূপ ব্যবহার করি), সে যদি আমার কাছে ভালো প্রত্যাশা করে তাহলে সেটাই তার জন্য; আর সে যদি খারাপ প্রত্যাশা করে সেটাও তার জন্য।” [সহিহ: আহমদ, ইবন হিব্বান]। অন্য বর্ণনায়, “তাহলে সে যা প্রত্যাশা করতে চায় করতে দাও” [সহিহ: আহমদ, ইবন হিব্বান, আল-হাকিম]। অন্য এক হাদিসে আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, “আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ীই আছি, সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে, আমি সেখানেই তার সাথে আছি” [সহিহ মুসলিম]।

> আল্লাহ’র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “তোমাদের কারোই আল্লাহ’র উপর ভাল প্রত্যাশা না করে মৃত্যু বরণ করা উচিৎ না।”
> [সহিহ মুসলিম]

পরিশেষে, ইসলামিক স্টেটের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমস্যা হচ্ছে তারা মুবাহালাহ’কে ব্যবহার করে, কিন্তু তার উপর তামাশা করে যেন বাচ্চাদের খেলা। কিন্তু দাওলাতুল ইসলামের নেতৃত্ব এবং সৈনিকদের কাছে মুসলিম’দের উপর ভিত্তিহীন এবং উদ্ধত মিথ্যা চাপানো এবং তার উপর মুবাহালাহ করা একটি অতি মারাত্মক বিষয় যা আল-জাব্বার (মহা শক্তিশালী) আল্লাহ’র ক্রোধ ডেকে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তা’য়ালা হাদিসে কুদসিতে বলেন, “যেই আমার কোন ওয়ালীর[৩] প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।” [সহিহ আল-বুখারী] ওয়াল্লাহুল মুস্তা’আন।

---

[১] হিকমাহ (প্রজ্ঞা), আদল (ন্যায়পরায়ণতা), নবুয়্যাতের চিহ্নসমূহ এবং আনুষাঙ্গিক ভালো- এই বিষয়গুলো ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর, “মিফতাহ দার আস-সা’দাহ” “আস-সিওয়াইক আল-মুরসালাহ” “শীফা আল-আলিল” এবং ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর “আল নুবুয়্যাত” কিতাবে আলোচনা করেছেন।

[২] কোন অতিপ্রাকৃত ঘটনা যা আল্লাহ’র আউলিয়া’দের(আল্লাহর নিকটবর্তি ব্যাক্তিগণ) হাতে সম্পাদিত হয়। শায়খ-উল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, “আউলিয়া’দের কারামাতের উপর বিশ্বাস করা আহলুস সুন্নাহ’র উসুলের মধ্যে একটি।” এই কারণে আল-লালিকাই তাঁর বিখ্যাত “শারহ্ উসুল ইতিক্বাদ আহলুস সুন্নাহ” কিতাবে একটি অংশ রাখেন যেখানে কারামাতুল-আউলিয়া’র বিষয় আলোচিত হয়েছে, যেখানে তিনি রাসূল(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সালাফদের বর্ণনা থেকে দুই শতাধিক এমন ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

[৩] আল্লাহ’র নিকটবর্তী একজন ব্যাক্তি

চতুর্থ ভাগ

মুবাহালাহ পরবর্তি পরিস্থিতি

এই মুবাহালাহ'র পর, বেশ কিছু সংখ্যক বিষয় সূর্যালোকে আসে। যার মধ্যে প্রথম হচ্ছে, ইসলামিক স্টেট আল্লাহ'র শরী'য়তের বিরোধীতা করেছে মর্মে এমন কিছু মিথ্যা গল্প যা আশ-শামী দাবি করতেন তা বানোয়াট এবং বিকৃত বলে প্রমাণিত হয়, বিশেষ করে দাওলাতুল ইসলাম, আজ-জাওয়াহীরির কাছে নিজেদের এবং জাওলানী বিদ্রোহীদের মধ্যে মধ্যস্থতার আবেদন করেছিল বলে যে দাবি করা হয়েছিল। আল্লাহ'র ইচ্ছায় আজ-জাওয়াহীরি নিজে তার বক্তব্যে আশ-শামী'র এই দাবী অস্বীকার করেন (দুঃখজনক বিষয় হলো তার অস্বীকার এবং বক্তব্যও ছিল বাস্তবতা থেকে বিকৃত।)

দ্বিতীয়ত, জাওলানী ফ্রন্টের অনেকগুলো প্রধান সহযোগী দল, বিশেষ করে তথাকথিত জইশ-উল-মুজাহীদিন এবং ইসলামিক ফ্রন্ট, দ্রুতই তাদের বাস্তব চেহারা এবং তাদের আক্বিদাহ-মানহাজ প্রকাশ করে। "১৮ মার্চ ২০১৪" তারিখে জইশ-উল-মুজাহীদিন হিজাব'কে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিবৃতি প্রদান করে! তার এক মাস পরে তারা আনন্দের সহিত আসাদ আল-মোস্তফা, সিরিয়ান জাতীয় কোয়ালিশনের অন্তবর্তীকালীন সরকারের (!) প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে সংবর্ধণা প্রদান করে! মনে রাখবেন, আশ-শামী তার বক্তব্যে জইশ-উল-মুজাহীদিনের নাম উল্লেখ করে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাদের আক্বিদাহ এবং মানহাজ "সঠিক"; তিনি আরও দাবি করেন জাওলানী ফ্রন্ট আর জইশ-উল-মুজাহীদিনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকার দরুন জাওলানী ফ্রন্ট তাদের ইসলামিক স্টেইটের চাইতে ভালো করে বুঝতে পেরেছে! আশ-শামী বলেন, "আমি মুবাহালাহ করি এবং বলি তোমরা মানুষের আক্বিদাহ পরিক্ষা করো। তার প্রমাণ হচ্ছে শায়খ আল-মুহাইসিনি'র মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে তোমাদের শর্ত প্রয়োগ। এটা হচ্ছে মানুষের আক্বিদাহ যাচাই করার একটি পদ্ধতি, যেকোন মানুষ নয়, বরং মানুষের মধ্যে সর্বোত্তমদের।অর্থাৎ অন্যান্য জিহাদী গ্রুপের মুজাহীদিন'দের যেমন ইসলামিক ফ্রন্ট, জইশ-উল-মুজাহীদিন এবং অন্যান্য।" [মুবাহালাহ] আশ-শামী আরও বলেন, "দাওলাহ গ্রুপ এবং জাবরা ও ইদ্রীস-এর পক্ষের লোকদের মধ্যকার যুদ্ধ বর্ণনা করতে গেলে বলতে হবে যে, তা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। উত্তর দিকে দাওলাহ গ্রুপের সাথে যারা লড়াইয়ের সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করেছে তারা হচ্ছে ইসলামিক ফ্রন্ট এবং জইশ-উল-মুজাহীদিন [...] কারণ ইসলামিক ফ্রন্ট এবং জইশ-উল-মুজাহীদিন, দাওলাহ গ্রুপের সাথে লড়াইয়ে দুটি প্রধান প্রতিপক্ষ এবং আমাদের কাছে এটা প্রমাণিত না যে তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। আমরা তাদের ব্যাপারে দাওলাহ গ্রুপের চেয়ে বেশি জানি, আমাদের তাদের সাথে ভালো সম্পর্কের দরুন" [ওয়া লাও আন্নাহুম ফা'আলু মা ইউ'আদুনা বিহি লা-কানা খাইরান লাহুম]।
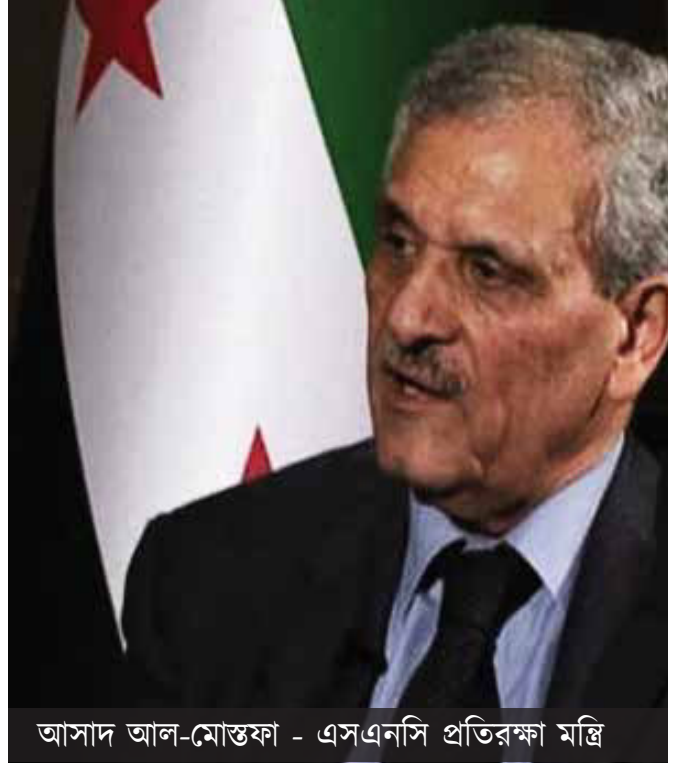
আসাদ আল-মোস্তফা - এসএনসি প্রতিরক্ষা মন্ত্রি

জইশ-উল-মুজাহীদিনের সাথে এসএনসি প্রতিরক্ষা মন্ত্রি
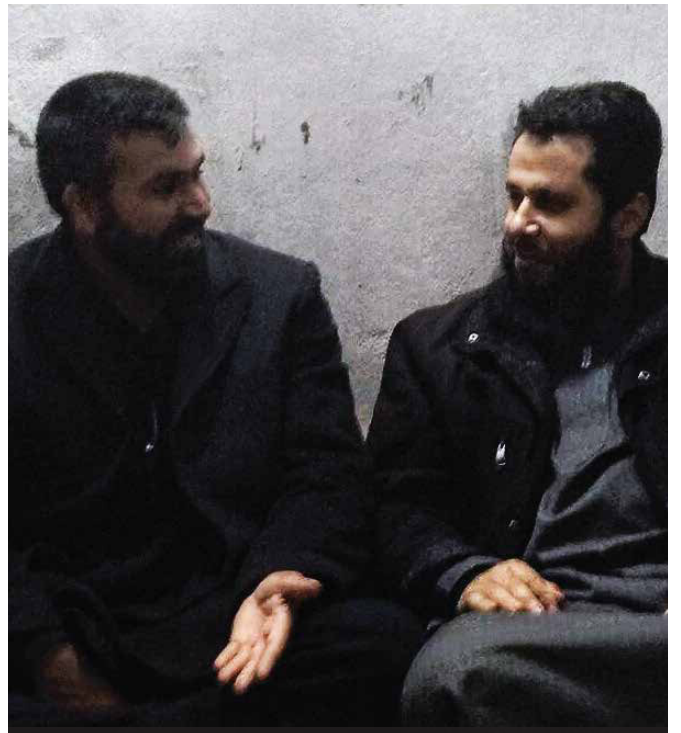
জামাল মারুফ এর সাথে আল-হামাওয়ী (ইসলামিক ফ্রন্ট নেতা)

ইসলামিক ফ্রন্টের ক্ষেত্রে, তারা অনেকগুলো বিবৃতি প্রকাশ করে আরব তাওয়াগ্বীত'দের "সিরিয়ার বন্ধু" সম্বোধন করে। তারা তাদের অঙ্গীকার আবারও ব্যক্ত করে যে, তারা কোন ব্যতিক্রম ছাড়া সিরিয়া'র সকল ধর্মগুলোকে সম্মান করে, যার মধ্যে আছে নুসাইরিয়্যাহ, ইসমাইলিয়্যাহ, ইয়াজিদিয়্যাহ এবং দুরুজ। যখন ধর্মনিরপেক্ষ "ইসলাম'পন্থীরা" তুরস্কে সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজয় অর্জন করে, তখন ইসলামিক ফ্রন্টের নেতারা এরদোগান'পন্থী ধর্মনিরপেক্ষদের নতুন করে আবারও মুরতাদ হওয়ার জন্য অভিনন্দিত করে। অবশেষে, তারা "মিতহাক্ব আশ-শারাফ আস-সাউরী" (বৈপ্লবিক সম্মান চুক্তি) নামে একটি নথি প্রকাশ করে, যেখানে জইশ-উল-মুজাহীদিন'সহ আরও অনেকগুলো গ্রুপ স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি ইসলাম হতে মুক্ত একটি ধর্মনিরপেক্ষ চুক্তির মতই। যা ইসলামিক ফ্রন্টের কিছু প্রধান সমর্থক তথাকথিত "তাত্ত্বিক"-দের তাদের এই চুক্তি পরিত্যগ করার জন্য এবং ইসলামিক ফ্রন্টের নেতাদের তা প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানাতে বাধ্য করে।

সর্বশেষ, জাওলানী ফ্রন্ট ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর সাথে ঐক্যজোটে অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে সিরিয়ান জাতীয় কোয়ালিশনের মিলিটারি জেনারেল স্টাফের অধীন মিলিটারি কাউন্সিল'ও আছে, বিশেষ করে সিরিয়া'র পূর্বাঞ্চলে। মিশমিশ (পূর্বাঞ্চলের "শূরা" কমিটি)-এর চূড়ান্ত গঠনের পরে, জাওলানী ফ্রন্টের প্রধান মিত্ররা প্রকাশ্যে সিরিয়ান জাতীয় কোয়ালিশন এবং "সিরিয়ার বন্ধুদের" প্রতি ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদের অস্ত্র সরবরাহ এবং তাদের সাহায্য করার জন্য তাদের আহ্বান পুনরায় নবায়ন করে!

এই পুরো সময় ধরে আল-হারারী (জাওলানী ফ্রন্টের প্রধান "শার'ঈ")'র অনেক ফুটেজ প্রকাশ হয় যেখানে দাবি করা হয় তিনি ছিলেন জাবহাত-আন-নুসরাহ'র প্রতিষ্ঠাতা এবং আমেরিকা'র মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যাক্তি! তার বক্তব্য ছিল রিয়া, নিফাক্ব এবং স্থূল-বুদ্ধিতে ভরপুর। ইসলামিক স্টেটের একজন বন্দী মুক্তি পায় এবং সাক্ষ্য দান করে যে, আল-হারারী তাকে ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে জোর করেন এবং তাকে ইরাকের সাহাওয়াত'দের সাথে এবং তাদের নেতা ইব্রাহীম আশ-শুম্মারী'র সহযোগী হয়ে ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের জন্য মধ্যস্থতা করতে বলেন! এই বিষয়টি আরও দৃঢ়তা পায় আল-হারারীর টুইটারে ইরাকি'দের কাছে "ক্ষমা প্রার্থনার" দ্বারা, যেখানে তিনি স্বীকার করেন যে বিশ্বাসঘাতক মুরতাদীন'দের সাহাওয়াত সম্বোধন করে তিনি ভুল করেছিলেন! এই সব কিছুর পাশাপাশি, জাওলানী ফ্রন্টের নেতৃত্বের বক্তব্যগুলো ছিল আবু উমার আল-বাগদাদী এবং আবু হামজাহ আল-মুহাজিরের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ এবং তির্যক কটুক্তিতে পরিপূর্ণ, কারণ ইরাকের সাহাওয়াত'দের সাথে এই দুই ব্যাক্তির নেতৃত্বে ইসলামিক স্টেট ছাড়া আর কেউ জিহাদ করেনি। এই দুই ব্যাক্তি এবং তাদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক স্টেট শায়খ উসামা বিন লাদিন (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) এবং আল কায়িদাহ'র সাবেক নেতৃত্ব দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল।

এই সব কিছুর সাথে, সাহাওয়াত এবং তাদের জাওলানী মিত্ররা হালাব, হোমস, দামেস্ক এবং লাতাকিয়ার বড় অংশ থেকে সৈন্য উঠিয়ে নেয়। এরাই হচ্ছে একই সাহাওয়াত যারা মাসের পর মাস তর্জন-গর্জন করছিল যে, তারা হালাবের কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দীদের মুক্ত করবে, যা এখন আর অবরোধের মধ্যে নেই। তারা সাড়ম্বরে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে সীমান্তবর্তি নগরী কাসাব দখল করার পর; অবশ্য পরবর্তীতে তারা সেখান হতে পিছু হঠে আসে। তারা সাহাওয়াতের বাহ্যিক বিজয় ব্যবহার করে ইসলামিক স্টেটের প্রতি কটুক্তি করে এবং কাতারি আর সাউদি মিডিয়াকে "প্রমাণ" দেখাতে চায় যে, নুসাইরিয়্যাহ-দের বিরুদ্ধে একমাত্র তারাই যুদ্ধরত।

তদুপরি, জাওলানী ফ্রন্ট কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছাড়া ছোট ছোট গ্যাং হিসাবে কাজ চালাতে থাকে। তারা যে ব্যক্তিকে তাদের সর্বোচ্চ নেতা দাবী করে, আজ-জাওয়াহীরি, তিনি তাদেরকে মুসলিম'দের বিরুদ্ধে "মানব বোমা" ব্যাবহার বন্ধ করার আদেশ দেন, কিন্তু তারা এই পদ্ধতি তাদের প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যায়, এমকি যদি সে প্রতিপক্ষ অল্প কিছু দিন আগে তাদের থেকে আলাদা হয়, যেমনটা হয়েছে আল্‌-কামালের বিরুদ্ধে। মিশমিশের ঘোষণার সময় এটা বলা হয়েছিল যে, মিশমিশের দলগুলো, যার মধ্যে উইলা'য়াতুল খায়েরে পূর্বে অবস্থানকারী জাওলানী ফ্রন্টও ছিল - কয়েক মাস পরে এই নতুন দলে লীন হয়ে যাবে। কোন কোন অঞ্চলে জাওলানী ফ্রন্টের স্থানীয় নেতাদের সউদি মদদপুষ্ট এবং ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর সাথে জোট করার খবর পাওয়া যায়, যখন অন্যান্য অঞ্চলে অন্য স্থানীয় নেতারা নিজেদের এই জোট থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে, কোন গ্রহণকৃত সিদ্ধান্তে ঐক্যমত ছাড়াই, যেন তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভেঙ্গে গেছে। সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো অসঙ্গতি দেখা যায়, যখন তারা কিছু ব্যাপারে এমন অবস্থান গ্রহণ করে যার জন্য তারা পূর্বে ইসলামিক স্টেট'কে সমালোচনা করেছিল, যার মধ্যে আছে, ছোট ছোট গুন্ডাদলে বিভক্ত হয়ে যে সকল সশস্ত্র বিরোধীদল মুসলমান'দের সম্পদ লুন্ঠন করে - তাদের উপর হামলা করা এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাতীয়তাবাদী-বিরোধীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত মিলিটারি এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সমালোচনা করা, যার মধ্যে "শার'ঈ" কমিশন'ও আছে। এই কাজগুলোই ইসলামিক স্টেট অনেক আগ থেকে করে আসছিল, তখন জাওলানী ফ্রন্ট এর সমালোচনা করে কারণ (তাদের দৃষ্টিতে) এটা জিহাদের এবং "বিপ্লবের" দিক পরিবর্তন করছে, যা তাদের মতে একমাত্র নুসাইরিয়্যাহ'দের বিরুদ্ধেই হওয়া উচিৎ।

আর এদিকে, অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক এবং মিডিয়া যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ার পরও, অন্যান্য সকল দল – খোরাসানের নতুন আল-কায়িদাহ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে, তেহরানের সাফাভী এবং সর্বশেষ

ওয়াশিংটনের ক্রুসেডারদের সম্মুখীন হওয়ার পরও, ইসলামিক স্টেট এগুতে থাকে একটার পর একটা বিজয়ের দিকে। ইসলামিক স্টেট সিরিয়া'র পুরো পূর্বাঞ্চল সাহাওয়া'মুক্ত করে। তারা উইলায়াত নাইনাওয়া এবং উইলায়াত আনবার সহ অন্যান্য উইলায়াতের বিশাল অঞ্চল মুক্ত করে। তারা সাফাওয়ি আর্মিকে ভেঙ্গে দেয়, ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং মিশিয়ে দেয়। ইসলামিক স্টেট হাজার হাজার রাফিদাহ(নতুন আল-কায়িদাহ'র একজন নেতার মতে "মুসলিম")-কে হত্যা করে। ইরাক এবং শামের ভূমিকে বিভক্তকারী সীমানা ভেঙ্গে দিয়ে ইসলামিক স্টেট তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করে ।

ইসলামিক স্টেটের সৈন্য সংখ্যা বহুগুনে বাড়তে থাকে। দাওলাতুল ইসলাম, খিলাফত ঘোষণা করে এবং আলজেরিয়া, সুদান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন, ওয়াজিরিস্থান এবং অন্যান্য জায়গা থেকে মানুষ বা'য়াত দিতে শুরু করে। ইসলামিক স্টেট নিজে কিছুই না, সব কিছুই আল্লাহ'র পক্ষ থেকে। আর এদিকে, সাহাওয়াত এবং তাদের মিত্ররা কোন বাস্তবিক রাজনৈতিক আকাংখা ছাড়াই উম্মাহর জন্য অনৈক্য উত্তম বলে নিজেদের একরোখাভাব অব্যাহত রাখে, ওয়াল্লাহুল মুসতা'আন।

"ইরাক এবং শামের ভূমিকে বিভক্তকারী সীমানা ভেঙ্গে দিয়ে ইসলামিক স্টেট তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করে।"

আল্লাহ'র কাজের মধ্যে
হিকমাহ নিরুপন

মুবাহালাহ নিয়ে মন্তব্য করার আগে আল্লাহ'র কাজ সমূহের মাঝে হিকমাহ'র উপস্থিতি নিরুপন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। নিম্নে উল্লেখিত বইয়ের অংশ বিশেষে আল্লাহ'র হিকমাহ'কে প্রসঙ্গত ভাবে বিশাল ব্যাপ্তিতে বর্ণনা করলেও তা অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহ'র হিকমাহ'কে বুঝতে সাহায্য করে।

ইবনুল-কাইয়্যিম (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেন, "আমি আমার এবং কিছু ইহুদী'দের মধ্যে সংঘটিত একটি বিতর্ক উল্লেখ করবো। তাদের মধ্যে একজন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুয়্যাত প্রত্যাখ্যান করলে আমি তাকে বলি, 'তোমার এই নবুয়্যাত'কে অস্বীকার করা হচ্ছে সারা জাহানের রবের প্রতি কটুক্তি করা, তাকে ছোট করা এবং তাঁর উপর সবচেয়ে বড় অপবাদ প্রদান করা। পূর্বে তোমার সাথে যে আলোচনা চলছিল তা ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিয়ে এবং এখন তা হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার সকল ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত হওয়া নিয়ে।' সে বলল, 'তুমি কেমন করে তা বলতে পারো?' অতঃপর আমি তাকে বললাম, 'এটা আমার দায়িত্ব ছিল, তাহলে শুনো। তুমি দাবি করো যে, তিনি কোন রাসূল ছিলেন না বরং এমন একজন দখলদার রাজা ছিলেন যে মানুষকে তরবারী দ্বারা বশে এনেছিলেন যতক্ষণ না তারা তার প্রতি আত্মসমর্পণ করে। এবং তিনি ২৩ বছর আল্লাহ'র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলতে থাকেন, এই বলে যে, 'আমার কাছে ওহী এসেছে,' কিন্তু তাঁর উপর ওহী আসে নি। 'তিনি আমাকে আদেশ করেছেন' এবং তাকে আদেশ করা হয়নি। 'তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন [কোন কোন কাজ করা থেকে]' এবং আসলে তাকে নিষেধ করা হয়েনি। 'আল্লাহ এই রকম বলেছেন' এবং আল্লাহ তা বলেন নি। 'তিনি এটাকে হালাল, এটাকে হারাম, এটাকে ওয়াজিব, এটাকে মাকরূহ করেছেন এবং তিনি আসলে এরকম কিছুই হালাল, হারাম অথবা ওয়াজিব করেননি, বরং তিনি এইসব কিছু নিজে থেকে করেছেন, আল্লাহ, তার রাসূল'গণ এবং ফেরেস্তা'দের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে।"

"অতঃপর তিনি ২৩ বছর যাবত আল্লাহ'র বান্দা'দের নির্দয়ভাবে হত্যা করেছেন, তাদের রক্ত প্রবাহিত করেছেন, তাদের সম্পদ লুন্ঠন করেছেন, তাদের নারী-শিশুদের দাস বানিয়েছেন, যখন তাঁকে প্রত্যাখান ও তাঁর বিরোধীতা ব্যতীত তাদের কোন গুনাহ ছিল না এবং তদুপরী তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ আমাকে এইসব করতে আদেশ দিয়েছেন,' এবং আসলে আল্লাহ তা আদেশ করেননি।"

"এই সব কিছুর সাথে, তিনি পূর্ববর্তী রাসূলদের দ্বীন পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা চালান, তাদের আইন পরিবর্তন করেন এবং তাদের সুন্নাহ'কে অবৈধ ঘোষনা করেন।"

"তোমার মতে এই হচ্ছে তার অবস্থা। অতঃপর, হয় আল্লাহ তা'য়ালা এই সবকিছু জানেন, শুনেন এবং দেখেন অথবা তিনি কিছুই জানেন না। তাই যদি তুমি দাবি করো যে এই সবকিছু আল্লাহ'র আয়ত্তের বাহিরে ছিল এবং এবং তিনি কিছুই জানতেন না, তাহলে তুমি আল্লাহ'কে গালি দিলে এবং চরম জাহেলিয়াতে আখ্যায়িত করলে (ওয়াল ই'আদুবিল্লাহ), যেহেতু তিনি এতো বড় ঘটনার কিছুই শুনেননি, জানেননি এবং দেখেনও নি। আর যদি তুমি দাবি করো যে, এই সবকিছু তাঁর জানা অবস্থায় এবং তাঁর দৃষ্টি সীমানার মধ্যেই হয়েছে, তাহলে তোমাকে জিজ্ঞাস করা হবে তিনি এই সব কিছু পরিবর্তন করতে পারতেন বা তাকে প্রতিরোধ করতে পারতেন কি না? যদি তুমি বলো, তিনি তা করতে অক্ষম তাহলে তুমি আল্লাহ'কে দুর্বল বলে আখ্যা দিলে এবং তাঁর রুবুবিয়্যাতকে অস্বীকার করলে, যার মানে এই একজন আদম সন্তান তাঁর দলবলসহ আল্লাহ'র চেয়ে বেশি সক্ষম ছিলেন তাঁর মনোবাসনা পূরণ করতে (ওয়াল ই'আদুবিল্লাহ)। আর যদি তুমি বলো যে, আল্লাহ'র ক্ষমতা ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে শক্তিশালী করেছেন, তাকে সাহায্য করেছেন, তাকে সৃষ্টির উপর ক্ষমতাশীল করেছেন এবং আল্লাহ তাঁর আউলিয়া'দের এবং তাঁর রাসূল'দের অনুসারিগণকে সাহায্য করেননি, তাহলে তুমি তাকে চরম বোকামি, জুলুম আর হিকমতের অভাবে দোষারোপ করলে (ওয়াল ই'আদুবিল্লাহ)। তাও যদি হতো যে, তিনি তাকে এইসব কিছু করতে শুধু অনুমতি প্রদান করছেন। উপরন্তু আল্লাহ নিজেই ছিলে তাঁর সাহায্যকারী, তাঁর প্রার্থনাসমূহের জাবাব দানকারী, তাঁর বিরোধীদের এবং যারা তার সাথে মতবিরোধ করে তাদের ধ্বংসকারী, বিভিন্ন উপায়ে তাঁর দাবি সমূহ অনুমোদনকারী, এবং তাঁর হাতে মু'জিযাহ দানকারী – আর এমন সব মু'জিযাহ, যা সারা পৃথিবীর মানুষ এক হয়ে চেষ্টা করলেও তা সম্পাদন করতে পারবে না এবং ব্যর্থ হবে। তদুপরি তিনি তাঁর জন্য প্রতি মুহূর্তে বিজয়, দৃঢ়তা, প্রগতি এবং অনুসারির প্রাচুর্য দান করেন এবং তাও অস্বাভাবিক ভাবে?"

"অতঃপর যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নবী এবং রাসূল হিসাবে অস্বীকার করবে, বস্তুতপক্ষে সে আল্লাহ'কেই অভিশাপ করলো, তাকে গালি দিলো এবং তাকে নির্বুদ্ধিতা, দূর্বলতা আর বোকামির দোষে দোষারোপ করলো (ওয়াল ই'আদুবিল্লাহ)!"

"তারপর আমি তাকে বললাম, 'এটা ঐসব জালেম রাজাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যাদের অল্লাহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তারপর তাদের অস্তিত্ব ধ্বংস করে দেন, তাদের সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করে দেন, তাদের জুলুম এমনকি তাদের চিহ্ন পর্যন্ত মুছে দেন, এমন ভাবে মুছে দেন যেন তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না এবং না তাদের কখনো সাহায্য করা হয়েছিল। এবং আল্লাহ কখনই তাদেরকে তার সম্মতি, কাজ বা কালাম দ্বারা অনুমোদন করেন নি। বরং তারা ফেরাউন, নমরুদের মতো ছিল- যা রাসূলদের বিপরীত।"

"এবং মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবিদারদের ব্যাপারেও তা সঙ্গতি প্রকাশ করে না। তাদের অবস্থা প্রতিটি দিক থেকেই নবীদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। উপরন্তু তাদের অবস্থা নবী-রাসূলদের সত্যবাদীতাকে আরও পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত করে। আল্লাহ'র হিকমাহ থেকেই এরা অস্তিত্বে আসে যাতে সত্যবাদীদের সামনে মিথ্যাবাদীদের অবস্থা পৃথক ও স্পষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর তাদের আবির্ভাব হচ্ছে রাসূল'দের সত্যবাদীতার সবচেয়ে পরিষ্কার প্রমাণ এবং তা নবী-রাসূলদের আর মিথ্যাবাদীদের মধ্যে পার্থক্যকে প্রকাশ করে, কারণ যখন তাদের (নবী-রাসূল) বিরোধীদের আগমণ ঘটে তখন সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। এবং কোন কিছুর ভালো দিক এর বিপরীত দিকের উপস্থিতিতেই প্রকাশ পায়। একই ভাবে, সন্দেহের ব্যাপারে সচেতনতা বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করে এবং সত্য ও তার প্রমাণ এর দিকে ধাবিত করে।"

"তারপর সে বলল, 'আমরা আল্লাহ'র কাছে পানাহ চাই। আমরা বলিনি যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন অত্যাচারি রাজা ছিলেন। বরং, তিনি একজন মহৎ নবী ছিলেন। এবং যারাই তাকে অনুসরণ করে তারা পরম সৈভাগ্যবান...'" [আত-তিবিয়ান ফি আক্বসাম আল-ক্বুরআন: ১৮০-১৮২]।

ষষ্ঠ ভাগ

মুবাহালাহ’র ফলাফল

গভীরভাবে অবলোকন

যদিও উপরোক্ত বইয়ের অংশ বিশেষ নবুয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত, যা আলোচ্য বিষয়ের চেয়ে সন্দেহাতীত ভাবে অনেক বড় একটি বিষয় - তদুপরি তা আমাদেরকে আল্লাহ’র হিকমাহ’র বাস্তবতা এবং তাঁর কর্মকান্ডে হিকমাহ’র উপস্থিতি বুঝতে সাহয্য করে। মুবাহালাহ হচ্ছে কোন বিষয় আল্লাহ’র সামনে তুলে ধরা যাতে তিনি দুই পক্ষের মধ্যে বিচার করে দেন এবং কপটতাপূর্ণ পক্ষ- যারা সত্যের দাবী করে কিন্তু আসলে তারা মিথ্যা এবং বাতিলের উপর আছে তাদের গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেন। মুবাহালাহ’র ক্ষেত্রে, এটা আল্লাহ’র জন্য শোভন নয় যে, মুবাহালাহ’র দুই পক্ষ যারা প্রত্যেকে নিজেদের সঠিক মানহাজে দাবি করছে, একে অপরের বিরোধীতা করছে এবং একে অপরকে বড় ধরণের গোমরাহির ব্যাপারে দোষারোপ করছে এবং তদুপরি তিনি লা’নত প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য কপট পক্ষকে অনুগ্রহ করছেন, যখন অনুগ্রহ পাওয়া যোগ্য হক্বপন্থী পক্ষকে লা’নত প্রেরণ করছেন (এমকি “লা’নত” প্রাপ্তদের দ্বারা “অনুগ্রহ” প্রাপ্তদের পুরোপুরি পরাজিত করে দিচ্ছেন)। এবং তারপর তিনি মুবাহালাহ’র ফলাফল মানুষের সামনে অতি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেন, বিশেষ করে উলামা’রা যেমনটা বলেছেন যে মুবাহালাহ’র ফলাফল মুবাহালাহ করার এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়, সাধারণত তা (মুবাহালাহ) বয়ান করার পরপরই হয়ে থাকে। তদুপরি, এই আলোচনা হিযবি হানি আস-সিবাই এবং তার মতো যারা দাবি করেন যে বিজয় কখনো সঠিক মানহাযের প্রমাণ নয়- তাদের যুক্তিকে খন্ডন করে, কারণ এখানে জয়-পরাজয়কে মুবাহলাহ’র ফলাফল হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে, তাই তা আদৌ অপ্রাসঙ্গিক না।

কিন্তু এই সব লোকদের মানসিকতা এবং হিযবিয়্যাহ (কোন দলের অন্ধভক্তি) এমন যে, তারা হয় পরিনতিসমূহ অস্বীকার করবে অথবা চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার পর মুশরিকিন’রা যেমন করে অস্বীকার করেছিল এবং তা জাদু বলে অভিহিত করেছিল – তেমনটাই করবে।

{কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু। তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিরীকৃত হয়। তাদের কাছে এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে সাবধানবাণী রয়েছে। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে সতর্ককারীগণ তাদের কোন উপকারে আসে না। অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন আহবানকারী আহবান করবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে।} [আল-ক্বামার: ১-৬]

হানি আস-সিবাই

সপ্তম ভাগ

সন্দেহ আর অভিলাষের প্লাবন

যদি কেউ জিজ্ঞাস করে যে, এতোসব দল যাদের সবাই দাবি করে যে তাদের "আক্বিদাহ সঠিক"- তাহলে তাদের গোমরাহির কারণ কি, তখন তাদের জন্য কিছু বাস্তবতা এবং উলামা'দের বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি দেয়াই যথেষ্ট হবে।

ইবনুল-কাইয়্যিম (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেন, "কুফরের ভিত্তি চারটি: অজ্ঞতা, পরশ্রীকাতরতা, ক্রোধ এবং অভিলাষ" [আল-ফাওয়া'ইদ]।

এই চারটি ভিত্তিই কোন ব্যক্তি বা দলকে কুফর করতে উৎসাহিত করে। কিন্তু কেমন করে? ঔদ্ধত্য এবং হিংসা ইবলিস'কে আল্লাহ'র আদেশের পর আদম'কে সিজদাহ না করতে উদ্ধত করে। তারপর সে রাগান্বিত হয়ে আদম এবং তাঁর উত্তরসূরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করে, এমনি সে জাহান্নামে দগ্ধ হবে জেনেও। ঔদ্ধত্য এবং হিংসা বনী ইসারাইল'কে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখে, সর্বশেষ নবী শুধুমাত্র তাদের মধ্য থেকে হওয়া উচিৎ বিশ্বাস করে।

আবু উমার আল-বাগদাদী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) উল্লেখ করেন যে, ইরাকের সাহাওয়াতের প্রধান দলগুলো মধ্য থেকে এক দল, "যারা ছিল একদল পরশ্রীকাতর লোক, যারা বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের দলের অনেক সদস্য এবং ব্রিগেড দ্রুততার সাথে দাওলাতুল ইসলাম'কে সাহায্য-সহায়তা করতে এবং বা'য়াত দিতে এগিয়ে এসেছে। আত্মার প্রকৃতি হচ্ছে যে তা আধিপত্য পছন্দ করে এবং আত্মা কখনই অন্য কিছুকে তার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে পছন্দ করে না [...] অতঃপর সত্যিকার ইমানদারদের প্রতি তাদের হৃদয়ে থাকা ঘৃনা এবং হিংসা এবং তাদের হৃদয়ে থাকা ভয় এবং আতঙ্ক, যা তাদের হৃদয়কে স্থানচ্যুত করে, তদ্দরুন তারা লোকেদের জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর দিক থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। অতঃপর, তারা তাদের অনুসারিদের এবং নিজেদের গোষ্ঠির লোকদের শান্ত হতে এবং সবকিছু স্বাভাবিক ভাবে নিতে আহ্বান করলো, এমনকি যদি তাতে কুফফার'দের সাথে মিত্রতা করতে হয় এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ইমানদারদের অবাধ্যতা করতে হয়। তারা আরব তাওয়াগ্বীত'দের হাতে হাত রাখে এবং তাদের কাছে সাহায্যের জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করে, দ্বীনের লোকদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ভাষা ব্যবহার করে এবং দাবি করে তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু দখলদারদের বিতাড়িত করা।" [ক্কুল ইন্নি 'আলা বায়্যিনাতিন মিন রাব্বি]

তিনি যেসব পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন দিক থেকে, তা শামে যা ঘটছে তার মতোই। ইসলামিক স্টেটকে বা'য়াত দেয়ার জন্য, শত শত সৈন্য গোমরাহ দলগুলো ত্যাগ করেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যাটেলিয়ান। তাঁরা তাদের পুরোনো নেতৃত্বের হৃদয় সমূহকে হিংসা আর ক্রোধে ভরে দিয়েছে।

অভিলাষও কুফরের দিকে ধাবিত করে, যেমনটা সালাফরা বলেন, "গুনাহ হচ্ছে কুফরের দরজা"। সবচেয়ে বিপদজনক যে আকাঙ্খাকে দমন করতে হয় তা হলো, সম্পদ এবং ক্ষমতার আকাঙ্খা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "দুটো ক্ষুধার্ত নেকড়েকে বকরীর পালে ছেড়ে দিলেও তারা এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, একজনের অর্থ ও যশের মোহ তার দ্বীনের যতটুকু ক্ষতি করতে পারে।" [সাহিহ: আহমদ এবং আত-তিরমিজি]

এই চারটি বিষয়ই পরবর্তীতে একজনকে তার গুনাহ এবং কুফর'কে সত্যায়িত করতে প্ররোচিত করে। সে মাত্র একটি ভুলে যাওয়া নাম বা অদ্ভুত ফাতওয়াকে সত্যায়নের জন্য সে হাজার হাজার দলিল খুজে, উদাহরণস্বরূপ, কেন সে মুরতাদ – যেমন সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশন ব্রিগেড এবং
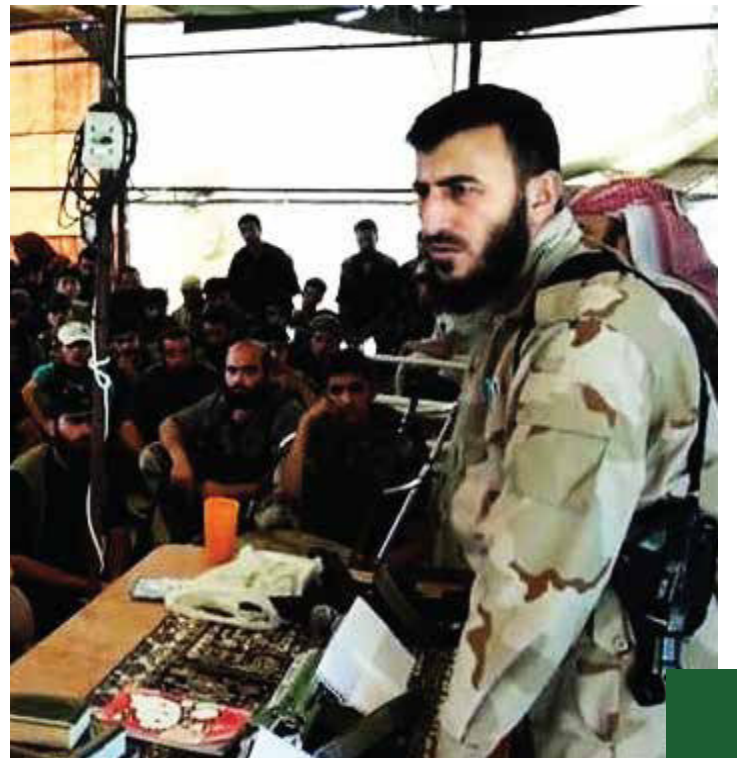
আল-সালুল (সাউদি) ফ্রন্ট'দের সাথে "খাওয়ারিজ"-দের বিরুদ্ধে (যেমনটা তারা দাবি করে) জোটে অংশ গ্রহণ করতে পারবে এবং কেন এমনটা করা কুফর নয়। সে যুক্তি প্রদান করে যে, মুরতাদীনেরা আসলে জাহেল "মুসলিম" যারা কুফর উচ্চারণ করে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসীদের এবং ক্রুসেডার'দের বোকা বানিয়ে অস্ত্রশস্ত্র হাসিলের উদ্দেশ্যে, অথবা সে দাবি করে যে, তার এই জোটে অংশ গ্রহণ করা শুধু মাত্র "খাওয়ারিজদের" বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুরতাদীন'দের সাহায্য চাওয়ার জন্য এবং তা কোন ভাবেই কুফর নয় জোটে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর শর্ত যাই হোক না কেন।

আবু 'আমর ইবন আস-সালাহ (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেন, "যে কোন ব্যক্তি যদি আলেম'গণের মতানৈক্যের ব্যাপারে ঘাটা-ঘাটি করে এবং রুখস (ছাড় দেয়া বা অস্বাভাবিক মত)-এর অনুসরন করে, তাহলে সে জানদাক্বাহ (দ্বীনি বিষয়ে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বিশ্বাস)-এ পতিত হয় বা পতিত হবার উপক্রম হয়।" [ইগ্বাসাতুল লাহফান- ইবনুল-কাইয়্যিম]

তাদের অবস্থা হচ্ছে এমন একজনের মতো যে নিজের খাম-খেয়ালীনার অনুসরন করতঃ আলেম'দের মত জোগাড় করে। সে সবগুলোকে একটি সমীকরণে জমা করে যার ফল দাড়ায় কুফর, যেমন কেউ কুফর করে সামরিক সাহায্য পাওয়ার স্বার্থে। সে দেখবে যে কিছু উলামা'রা যুদ্ধ ক্ষেত্রে ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরও সালাত আদায়ে বিলম্ব করাকে জায়েজ মনে করেন। সে দেখে যে কিছু উলামা এমন ব্যক্তির উপর তাকফির করেন না যে মাঝে মাঝে সালাত পরিত্যাগ করে। সে দেখে যে কিছু উলামা অত্যাচারের ব্যাপক সম্ভাবনাকে "ইকরাহ" (শাসকের দমননীতি) মনে করেন। সে আরও দেখে যে কিছু "উলামা" গোমরাহির সাথে ফাতওয়া আবিষ্কার করেন যে "জিহাদের খাতিরে" কুফর করা জায়েজ! অতঃপর এই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলোকে সে এক সমীকরণে একত্রিত করে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে - সে সালাত ত্যাগ করতে পারবে, ক্রশ পরিধান করতে পারবে এবং জনগণকে "রক্ষা" আর ইসলামের "প্রতিরক্ষার" স্বার্থে গনতন্ত্রের জন্য আহ্বান করতে পারবে।

আর আসল সমস্যা হলো যারা এই কুফর'গুলো সম্পাদন করে তাদের মাথায় আসলে এই যুক্তিগুলো নেই, বরং নব্য-জাহমিয়্যাহ'রা (চরমপন্থী মুরজিয়াহ) তাদের দ্বারা কুফর সম্পাদিত হওয়ার পর তাদের জন্য এই ওজরগুলো আবিষ্কার করে। তারপর নব্য জাহমিয়্যাহ'রা "খাওয়ারিজদের" বিরুদ্ধে তাদের সাথে জোট তৈরি করে। বলা বাহুল্য, ঔদ্ধত্য, প্রতিহিংসা, ক্রোধ ও অভিলাষ – এই বিষয়গুলো কুফরের দিকে ধাবিত করে। এটা যখন এমন কারো ক্ষেত্রে হয় যে বা যারা "সঠিক" মানহাযের উপরে আছেন, তখন পূর্বোক্ত এই বিষয়গুলোই প্রভাবক হিসেবে কাজ করে, কোন গোপন পথভ্রষ্টতা থেকে থাকলে তা প্রকাশ্যে নিয়ে আসে, ফলতঃ যা সকলের কাছে দৃশ্যমান হয়ে উঠে।

আল-হামাওয়ী (হাসান আব্বুদ) ইসলামিক ফ্রন্ট নেতা

"যদি কেউ জানতে চায় যে কেমন করে একটি ফি-সাবিলিল্লাহ মুজাহিদ গ্রুপ পরবর্তিতে একটি ফি-সাবিলিত তাগুত জঙ্গিদল হয়ে যায়, তাহলে তাকে ইতিহাস দেখতে দিন, এবং তাকে জানিয়ে দিন যে একজন মানুষের নেতৃত্বের প্রতি ভালোবাসা, সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত মতামত অহংকারে পরিণত হয়। অহংকার হিংসায় পরিবর্তিত হয়। হিংসা ঔদ্ধত্য সৃষ্টি করে। ঔদ্ধত্য ঘৃণার রুপ নেয়। ঘৃনা শত্রুতা তৈরি করে। শত্রুতা বিরোধীদের সাথে মতানৈক্যর সৃষ্টি করে। পরস্পরের এই বিরোধ শুরু হয় তাওহীদকে লুকানোর আর গোমরাহী ও দ্ব্যর্থকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে, তাওহীদবাদী'দের এড়িয়ে চলা এবং মুশরিক'দের সাথে সমঝোতা করার মাধ্যমে। তারপর তা প্রকাশ্য কুফর এবং যুদ্ধে পরিনত হয়, খায়েশ আর সন্দেহকে সাথে নিয়ে, যদি না আল্লাহ তাঁর রহম থেকে বান্দাকে রক্ষা করেন।" ['অবওয়াহ লাসিক্বাহ-এর একটি প্রবন্ধ থেকে নেয়া]

আমরা একমাত্র আল্লাহ'রই সহায়তা কামনা করি, তাঁর উপরই আমরা ভরসা করি, তাঁর পক্ষ ছাড়া আর কোন শক্তি বা সামর্থ্য নেই। আল্লাহ'ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সকল বিষয়ের সর্বোত্তম মীমাংসাকারি।

আল্লাহ যেন বিভ্রান্তদের মুবাহালাহ'র পরিনতি নিরুপন করার তাওফীক দান করেন, তাদের সন্দেহ এবং অভিলাষকে দূর করে দেন এবং মুয়াহহিদীন'দের সারিতে ফিরিয়ে দেন। আমিন।